৪৪ ১৫
ইত্তেফাক
তারিখ 01 NOV 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

# ৮টি মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্র ভর্তি বন্ধ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

পুরাদস্তর ৬ হাজার মাঝারি ডাক্তারকে মেডিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদবী দিয়া দেশে পাস করা চিকিৎসকের সংখ্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইতেছে। পাশাপাশি মাঝারি ডাক্তার তৈরীর ৮টি মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি তিন বৎসর যাবৎ বন্ধ। পদবী পরিবর্তন ও মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্র ভর্তির দাবী লইয়া মন্ত্রণালয়ের সহিত

( ১১শ পৃঃ দ্রঃ )

## মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর )

মাঝারি পাসকরা ডাক্তারদের আলোচনা শুরু হই ছে।

কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বগুড়া, নোয়াখালী, বাগেরহাট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জের ৮টি মেডিক্যাল স্কুল হইতে তিন বৎসর মেয়াদী মেডিক্যাল কোর্সে উত্তীর্ণ হইয়া ৫ হাজার মাঝারি ডাক্তার এখন উপজেলা কমপ্লেক্স, নগর ডিসপেনসারী ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। এ ধরনের আরও প্রায় ২ হাজার পদ এখনও শূন্য। মেডিক্যাল স্কুলে ৮৭ হইতে ভর্তি বন্ধ হওয়ায় সেখান হইতে আর মাত্র ৩০ জন করিয়া ২৪০ জন মাঝারি চিকিৎসক বাহির হইবে। এ পরিস্থিতিতে সকল চিকিৎসক পদই এমবিবিএস দিয়া পূরণের অবস্থা সৃষ্টি করা হইবে।

মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে খরচবহুল করিয়া তোলার পরিস্থিতির অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সম্প্রতি বলিয়াছেন, এমবিবিএস-এর তুলনায় হেলথ টেকনিশিয়ান, তাহাদের তুলনায় নার্সের সংখ্যা কম— এমন অবাক দেশ আর কোথাও নাই। উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ডঃ মাহবুব হোসেনের ভাষায়, সমগ্র মেডিক্যাল শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে খরচ বাহুল্যতার দিকে বিকশিত করার একটা প্রচেষ্টা এদেশে পাকাপোক্ত। স্বাস্থ্য খাতের সমুদয় ব্যয়ের ৭০ ভাগ অর্থসম্পদ এমবিবিএস ডাক্তার তৈরী ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চালনায় খরচ হইয়া যায়। ফলে, বাদবাকী মেডিক্যাল স্কুল, নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও টেকনিশিয়ান তৈরীর প্রতিষ্ঠানাদি কোন নজর পায় না।

এলোপ্যাথ শাস্ত্রমতে রোগ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপত্র দানের আধুনিক জ্ঞান এবং রেজিষ্ট্রেশন-প্রাপ্ত মাঝারি ডাক্তারদিগকে মেডিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্টের বদলে উপ-সহকারী মেডিক্যাল অফিসার পদবী প্রদান এবং যথোপযুক্ত স্কেল প্রদানের জন্য ১৯৮৫ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল শামসুল হক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেই সিদ্ধান্ত আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। এ দাবী বাস্তবায়নের জন্য ডিপ্লোমা মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ১১ই নভেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মহা-পরিচালকের অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং পরদিন সচিবালয়ের সামনে ধরনা দিবার কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। ২০০০ সনের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্বার্থে ৮টি মেডিক্যাল স্কুলে পুনরায় ছাত্র ভর্তি এবং মাঝারি ডাক্তারদের চিকিৎসক হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা দান তাহাদের প্রধান দাবী।